জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 7th Mar. 1956 | ৪১শ সংখ্যা

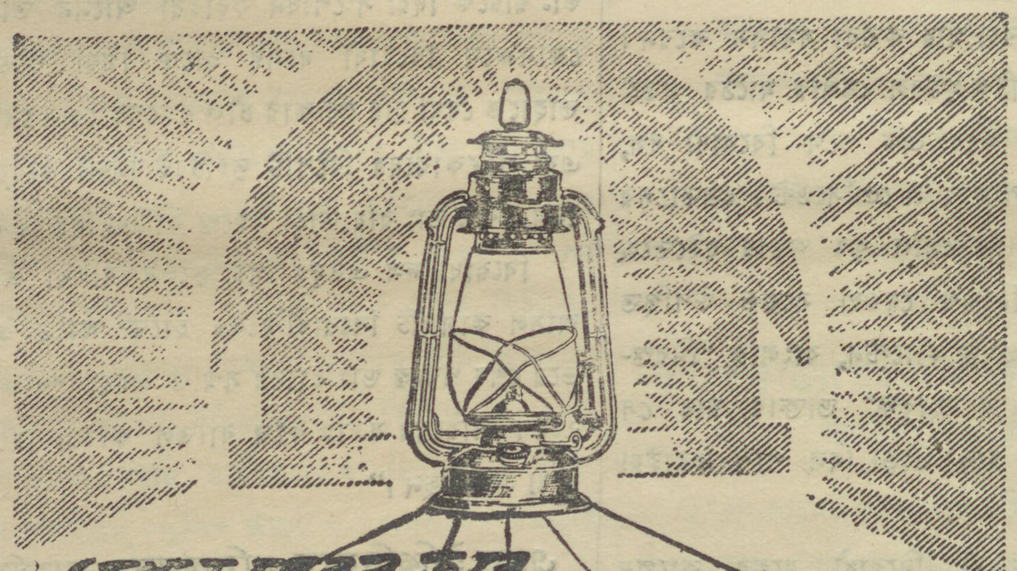

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়
রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে **"বসন্ত চিকিৎসা"** মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

"যা' হয়নি কোনও কালে— তা' হ'লো ছাপ্পান্ন সালে"

—•—

সকলেই জানেন—বাংলা বিহার সীমা নির্দ্ধারণ লইয়া কত লীলাই অভিনীত হইতেছে রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে, তাহা দেখিলে বা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মনে হয় হরিভক্ত, সর্ব্বগাত্রে হরিনাম কৃষ্ণনাম ছাপা তিলকধারী বাবাজীরা যেমন হরিনামের ঝোলায় সমস্ত হস্তটি প্রবেশ করাইয়া কেবল তর্জ্জনীটি বাহির করিয়া যেমন সর্ব্বদা হরিনাম জাপ করিয়া মালার সাহায্যে ভগবানের নামোচ্চারণের হিসাব রাখিতেছেন তেমনি আমাদের গণতন্ত্রের বহু শাসক বাবাজী কাগজে পত্রে "সত্যমেব জয়তে" ছাপাইয়া সত্য ছাড়া তাঁহারা মিথ্যার ধার দিয়া কখনও যান না ইহাই প্রমাণ করিয়া থাকেন। বাবাজীদের মধ্যে যেমন বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জিত আখড়াধারী বাবাজীর সম্বন্ধে সেকালের পল্লীকবিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"হরিবোল, রাধাকৃষ্ণ মুখে এই বুলি।
গলে আর কাঁধে যত অধর্ম্মের ঝুলি,
কদাকার অধার্ম্মিক যত সব ন্যাড়া—
কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কুস্বপ্নের গোড়া।"

বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলে এই সব "সত্যমেব জয়তে" মার্কা মারা আইন সভায় বাবাজীদের মধ্যে ও বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন-বিবর্জ্জিত চিরকুমার লাম্পট্য-গুণ মণ্ডিত নাম করা সয়তান এই শতকরা ২০ জন আক্ষরিকদের নানা ভাবে প্রলোভিত করিয়া বশে আনিয়া নিজের পাপ প্রবৃত্তি এই নিরীহ দশবাসীদের নিকট গোপন রাখিয়া অতিমানব মহা-মানব মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত—

"জলে শিলা ভেসে যায়
বানরে যে গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"

এই কথার মত এক অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্যের প্রতি বিগত আস্থা ফিরিয়া আসিবার কারণ সহ মিথ্যার প্রাধান্যে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। পল্লীবাসী কৃষকেরাও কথায় কথায় এই প্রবাদটি উল্লেখ করেন—এবং অপকর্ম্মকারীকে তাহার পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন—

দিন পাঁচ ছয় লুকোচুরি,
পরে শোনে শক্রপুরী,
অকস্মাৎ কোথা হ'তে উঠে কুবাতাস
পাপ কর্ম্মের গালে কালি
আপনি হয় প্রকাশ।"

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী হরতালের দিন বিরোধী দলের কোন সদস্য আইন সভায় যান নাই। সেদিন বাড়ী ভাড়া বিলের আলোচনার দিন ছিল। ফুটবল খেলায়, যেমন প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে, উপস্থিত পক্ষ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়া বিজয়ী হওয়ার আনন্দ উপভোগ করে, রেফারী তাহাদের বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করেন। আইনসভাও যেন ঠিক ফুটবল খেলার মাঠের মতই এক পক্ষে সরকার আর এক পক্ষে বিরোধী দল, রেফারী এখানে স্পীকার বা প্রেসিডেণ্ট। হরতালের দিনকার ফাঁকা মাঠে গোল খুব অন্যায় হইতেছে বলিয়া রেফারী নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত পক্ষের স্বাধিকার প্রমত্ত ক্যাপ্টেন, বাংলার "নিরস্ত-পাদপ-দেশে একমাত্র মহাবৃক্ষ" ডাক্তার রায় সে নির্দ্দেশ না মানিয়া বাড়ী ভাড়া বিল পাশ করাইয়া লইলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের কাপ্তেন শ্রীজ্যোতি বোস বিল পাশ বে-আইনী হইয়াছে বলিয়া আপত্তি তুলিলেন। স্পীকার রুলিং দিয়া নাকচ করিবার আগেই ভাঙ্গেন তো নোয়ান না যে ডাঃ বিধান তিনি সরল শিশুর মত শ্রীবসুর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহাতে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। আজ নাকচ হওয়া বিল কালই আবার সংখ্যাধিক্যের জোরে কড়ায় গণ্ডায় মঞ্জুর করিয়া লইবেন এ আশা তাঁহার চিত্তে চিরবদ্ধমূল হইয়া আছে ও রহিবে। ডাঃ রায়ের এই সাময়িক উদারতা এবং বিরোধী দলের সাময়িক বিজয় লাভ দুইটিই স্থায়ী নয়। বিরোধী দল কখনও এ সৌভাগ্য পায় না আজ "রোগার অম্বলে রুচির" মত আনন্দ লাভ হইল। দুই একজন ইংরাজীতে বলিতে ছাড়েন নাই—"ইফ নট ভিক্টী ষ্টিল্ রিভেঞ্জ"

অর্থ—"বিজয় লাভ না হইলেও প্রতিহিংসা তো হইল।"

২৪শে ফেব্রুয়ারী হরতালের দিন যে ডাঃ রায় স্পীকারের কথা মানেন নাই তিনিই সরল শিশুর মত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মানিয়া লইবার কারণ একখানি কাগজে দেখিয়া "সত্যমেব জয়তে" মহাবাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। চিরদিনই কুলোকে কুকথা বলে—তাহা শোনা কথা বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দিলাম। বিচার পাঠকগণের—

"যে কাগজে তিনি রুলিং টাইপ করিয়া এবং ডাঃ রায়কে দিয়া সংশোধন করাইয়া আনেন তাহা কোনক্রমে বিরোধী দলের হাতে গিয়া পড়ে। তাহাতে দেখা যায় স্পীকার চীফ হুইপের প্রেস নোট এবং পত্রিকাদ্বয়ের রিপোর্ট দুইটিরই নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ডাঃ রায় তাহা স্বহস্তে কাটিয়া দিয়াছেন।

বিরোধী দল এতদূর গিয়াছিলেন বলিয়া এবং আসল কাগজটি বিরোধী দলের হাতে আছে এই ভয়ে শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ রায়ের সম্মতি লইয়া স্পীকার ২৪শে তারিখের সভার কাজ বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

এমন ইঞ্জিনিয়ার পরিকল্পনা কার্য্যে কত জন নিযুক্ত আছেন?

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এইচ. এস. শাহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। অভিযোগ—জুয়াচুরি এবং সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে বিশ্বাস ভঙ্গ। কলিকাতা মদন মিত্র লেনের নিউ কনষ্ট্রাকসন লিমিটেডের ডিরেক্টর প্রেমকুমার মুখার্জ্জি অভিযোগ করেন যে, কলিকাতার একটি কাগজে দুর্গাপুর কারখানার টাউনশিপের কাজের টেণ্ডারের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যান। তাঁহারা ১৫।১৬ লাখ টাকার কাজের টেণ্ডার

দিতে চাহিলে শাহী বলেন যে, দিল্লীর নির্দ্দেশ, ২০ লক্ষ টাকার কম টেণ্ডার নেওয়া হইবে না, দুই কোটি টাকার কাজ হইবে। ৫০ হাজার টাকা জমা দিতে হইবে। কোন্ একাউন্টে কোথায় টাকা জমা দিতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে শাহী বলেন যে, তাহা ঠিক হয় নাই, এখন উহা তাঁহার আফিসে নগদ টাকায় দিতে হইবে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর চ্যাটার্জ্জি ৪০ হাজার টাকা নগদ দিলেন, ১০ হাজার টাকা কম পড়িল বলিয়া শাহীর পরামর্শে তিনি ঐ টাকার একটি প্রমিসরী নোট জমা দিলেন। শাহী ৫০ হাজার টাকার রসিদ দিলেন এবং বলিলেন যে, দিল্লী এবং কলিকাতা দুই জায়গাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। কয়েক দিন বাদে ডিরেক্টরদ্বয় দিল্লী গিয়া তাঁহাকে বাকি ১০ হাজার টাকা দিলেন এবং প্রমিসরি নোটটি ফেরৎ চাহিলেন। শাহী বলিলেন—বোধ হয়, ওটা বাড়ীতে রহিয়াছে, পর দিন যেন আসেন। পর দিন গেলে বলিলেন, নোটটি কলিকাতায় আছে। নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতার আপিসে গিয়া তাঁহারা শুনিলেন শাহী দিল্লী হইতে আসেন নাই। দিল্লীতে ট্রাঙ্ককল করিলেন। সেখানে জবাব পাইলেন টেণ্ডারের জমার টাকা ভাঙ্গিবার অভিযোগে শাহী সাসপেণ্ড হইয়াছেন। পরে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, শাহীর নিকট যে সব টেণ্ডার পড়িয়াছে সেগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে। শাহী ২০ হাজার টাকার জামিনে মুক্ত আছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, দিল্লীর এক হাসপাতালে তিনি amnesia-র চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, পুলিশ তাঁহাকে রোগশয্যায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

গত ৫ই মার্চ্চ বৈকালে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সভায় নিমন্ত্রিত বহু ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। পরিচালকবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রদর্শনীর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী প্রচার বিভাগ প্রদর্শনীতে বিনামূল্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন।

বিয়োগব্যথা

শ্রীসু-মো-দে

শ্রীমেঘনাদের বিয়োগব্যথায়
শোকাহত দেশ আজ,
বিনা মেঘে যেন বাংলা দেশের
মাথায় পড়িল বাজ!
মেঘনাদ ছিল জনপ্রতিনিধি
আকুলিত হত সদা তার হৃদি,
এমন স্বজনে হরে নিল বিধি
বাঙালী ভাগ্যহীন,
বাণীর পুত্র গেল পরলোকে
শ্রীপঞ্চমীর দিন!
মেঘনাদ ছিল অতি দৃঢ় চেতা
মনোবল তার জানে নাই কে তা?
জ্ঞান-তপস্বী নির্ভীক নেতা
মনীষী বৈজ্ঞানিক,
বাঙালী কীর্ত্তিধরের বিয়োগে
শোকাকুল চারিদিক!

মধ্যস্বত্বভোগিগণকে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দান

১৯৫৩ সালের পাশ্চমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন অনুসারে যে সকল মধ্যস্বত্বভোগীর জমিদারী বা স্বার্থ রাজ্য সরকারে বর্তাইয়াছে এবং সমাহর্তা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাঁহারা রাজ্য-সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই সব জমিদারী ও স্বার্থের বাষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ বাষিক অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে নগদ টাকায় পাইতে পারেন। গত কয়েক মাস যাবত জমিদারী গ্রহণ আইনের কার্য্য উপলক্ষে দেখা গিয়াছে যে ব্যক্তিগত মধ্যস্বত্বভোগী এবং ট্রাষ্ট প্রাতষ্ঠান, কর্পোরেশন, দেবোত্তর, এণ্ডাউমেণ্ট প্রভৃতি বাবদ অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। ১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সাধারণ মধ্যস্বত্বভোগিগণের নিকট হইতে ২০৮৭টি দরখাস্ত এবং ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, দেবোত্তর, এণ্ডাউমেণ্ট প্রভৃতির নিকট হইতে মাত্র ৯৪৩টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

মধ্যস্বত্বভোগিগণকে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত করিতে উৎসাহদানের যে সকল মধ্যস্বত্বভোগীর মোট বাষিক আয় ২৫০ টাকা বা তাহার কম তাহাদিগকে এক তৃতীয়াংশের পরিবর্ত্তে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক বৎসরের মোট আয়ের টাকা দেওয়া হইবে। সরকার আশা করিতেছেন যে, এই সুবিধা দানের ফলে সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগিগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

(প্রেসনোট)

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে বহরমপুর নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁড়ে গত ১৩।২।৫৬ তারিখ দিয়া ২২।২।৫৬ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের ১নং লাটে মৌজা সোনাটিকরী মধ্যে বড় তালবোনা (নওপুকুর) এবং ছোট তালবোনা নামীয় পুষ্করিণী এবং আউশ ও আমন জমি যাহা ঐ মৌজার সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত প্রচারিত ২১৭।২১৮।২১৯ ২২০ ও ২২১ নং খতিয়ানে আমার স্বামী ৺কালীচরণ সিংহ নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমি উক্ত সম্পত্তিতে মালিক ও দীর্ঘকাল হইতে দখলীকার আছি। উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার কোন স্বত্ব দখল নাই। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উক্ত বিষয় জানাইয়া দিলাম। যদি কেহ আমার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি নিস্বত্ববান শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁড়ের নিকট খরিদ করেন বা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন। উক্ত রামকৃষ্ণ পাঁড়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তিতে ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ইতি—ইং ৩।৩।৫৬

শ্রীপদ্মকামিনী দে
সাং জঙ্গি Jaba

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার [illegible]

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত